নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সংহত কর্মকান্ড

(আশার জন্য বই)

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ভূমিকা	১
১)	অত্যাচারের ধরন (প্রকার ভেদ) ও সহায়ক উপাদান	১
২)	যে সব নারী সহজেই আক্রান্ত হতে পারে	৫
৩)	কোন কোন লক্ষন বা চিহ্নে আপনাকে সতর্ক করতে পারে	৬
৪)	নারীর উপর নির্যাতনের পরিণতি	৭
৫)	নারী নির্যাতন মোকাবেলায় একজন আশার ভূমিকা	৭
৬)	নিজেকে কিভাবে নিরাপদ রাখবেন?	১০
৭)	আলোচনার প্রেক্ষাপট	১১
৮)	পরিশিষ্ট ঃ- ১ ঃ নারী নির্যাতনের প্রতিরোধে আইনী বিধান	১৩

ভূমিকা

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষরা নারীদের হীনতর বলে মনে করে। পুরুষতন্ত্র অসম ক্ষমতার সম্পর্কে নির্ভর, যেখানে নারীর জীবনের প্রতিটি বিষয়ে পুরুষ নিয়ন্ত্রন করে। নারীর আর্থিক ব্যাপার, দেহ, প্রজনন ক্ষমতা, যৌনতা, যাতায়াত (চলন-গমন), ব্যবহার, সম্পদ ও সম্পত্তি সব কিছুই পুরুষ নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। ফলে এ জাতীয় সমাজে সম্পদের অধিকার ও নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা নারীদের কমই থাকে এবং পারিবারিক সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে নারীদের কথা কমই শোনা হয় বা একদমই শোনা হয় না। যা নারীদের উপর পুরুষের কর্তৃত্ব ও বৈষম্যের পথে গেছে এবং সময় সময়ে পুরুষের দ্বারা সামাজিক রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের অংশ হিসাবে বলবৎ হয়েছে। এসবের জন্য নারীদের সার্বিক উন্নতি ব্যহত হয়েছে। এমনকি জন্মের আগে থেকেই এই অসম-চক্র শুরু হয়। কারণ সমাজে নারীদের থেকে পুরুষদের বেশি মূল্য দেওয়া হয়। যার ফলে বেছে বেছে কন্যাভ্রুন হত্যার ঘটনা আমরা জানতে পাই। সুতরাং এইসব সামাজিক অক্ষমতা ও বৈষম্যই হল নারী নির্যাতনের মূল কারণ।

নারী নির্যাতন, আমাদের রাজ্যে, দেশে এবং বিশ্বে নারীদের প্রভাবিত করে এবং গুরুতর সঙ্কটের সৃষ্টি করে। সমাজের সমস্ত শ্রেণীতে এবং অবয়বে বিষয়টা গভীর ভাবে ঢুকে আছে। এসব যে কোনো বয়সের সংস্কৃতির, ধর্মের, আর্থসামাজিক স্তরের এবং শিক্ষাগত ও ভৌগলিক অবস্থানের নারীদের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে, সাধারণত আমরা বিশ্বাস করি, পুরুষরই নারীদের উপর নির্যাতন করে। কিন্তু ব্যাপরাটা সব সময় সত্য না। কখনো কখনো পরিবারের নারীরাই অন্য নারীদের হয়রানী ও অত্যাচার করে। অধিকাংশ অত্যাচার পরিবারে বা ধারে কাছেই সংঘটিত হয়। লিঙ্গগত অত্যাচার জটিল নির্ধারকগুলি হল লিঙ্গ (সামাজিক) ও যৌনতা (প্রাকৃতিক) র ধরন। পুরুষ ও নারীর জৈবিক ও শারিরীক বৈশিষ্ট্যের উপর যৌনতা নির্ভর করে। ভূমিকা, আচরণ, কার্য্যাবলী এবং নারী- পুরুষের অধিকারযুক্ত বিষয় যা সমাজ অনুমোদন করে - এসবের দ্বারা লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। যেমন - ড্রাইভার বেশির ভাগ পুরুষ হয়, পুরুষরা শক্ত মনের হয়। আর যৌনতা (প্রাকৃতিক লিঙ্গের) বৈশিষ্ট্যগুলি হল-

(১) নারীদের স্তন আছে এবং তা দুধ পান করানোর ক্ষমতাযুক্ত কিন্তু পুরুষদের তা নেই।

(২) নারীরা ঋতুমতি হয়।

(৩) নারীরা সন্তান ধারনে সমর্থ হয় পুরুষরা হয় না।

পুরুষতন্ত্র হল একটি চিন্তাধারা যা কিনা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রং-রূপ পরিবর্তন করে পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই পুরুষতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষনে কয়েকটি বিষয় স্তম্ভ হিসাবে কাজ করে চলছে এগুলি হল -

বিবাহ-পরিবার, ধর্ম, আইন, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য -শিক্ষা, সরকারী সিদ্ধান্ত, রাজনীতি ও মিডিয়া (প্রচার মাধ্যম)

১) অত্যাচারের ধরন (প্রকার ভেদ) ও সহায়ক উপাদান

নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মনো- শারিরীক সুখময়তা বিনষ্ট করে, তাকেই নারীর প্রতি নির্যাতন বলা হয়। এটি সবসময়ই অবৈধ এটি কোনো প্রকৃতি বা নিয়তির বিধান নয়। এটি মূলত ৪ ভাগে বিভক্ত করেছে -

শারীরিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন, আর্থিক নির্যাতন ও মানসিক নির্যাতন।

শারীরিক নির্যাতন - চড় দেয়া, মোচড় দেয়া, ক্ষতকরা, কামড়, চুলটানা, বেত্রাঘাত করা, ঘুষি, লাথি মারা বা অস্ত্র বা অস্ত্রছাড়া আঘাত দেয়া, এসিড নিক্ষেপ, ফাঁস দেওয়া ইত্যাদি শারিরীক অত্যাচারের ফলে গর্ভাবস্থায় জটিলতা সৃষ্টি হয়।

যৌন নির্যাতন - যৌন হামলা যেমন ধর্ষন বা ধর্ষনের প্রচেষ্টা কিংবা জোর করে যৌন অংশ গ্রহনে বাধ্য কার এসব ছাড়া ও যৌন ইঙ্গিত। শ্লীলতাহানি, যৌন কারবার করানো, জোর করে বা শিশু বিবাহ, কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি জন্ম নিরোধক ব্যবহার অসম্মিত, অন্য পরিবারে যৌন সংযোগ স্থাপন করা। শিশুদের বল প্রয়োগে, কষ্টকর যৌন নিপীড়ন ও যৌন অধিকার লঙ্ঘন করা ইত্যাদি ও যৌন নির্যাতনের পর্যায়ে পড়ে।

আর্থিক নির্যাতন - সম্পত্তির উত্তরাধিকারে এবং অর্থ ব্যবহারের বাধা, অর্থ, বস্ত্র, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের যত্ন অস্বীকার
মানসিক নির্যাতন - অবহেলা, মানসিক আঘাত, ক্ষতি বা হত্যা করার হুমকি; একঘরে করা, বকাঝকা, সন্দেহ, সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করা, ঘরে বা জনসমক্ষে নারীদের অপমান করা এবং প্রতিটি কাজেই ভুলত্রুটি বের করা এসবই মানসিক নির্যাতন।

শারীরিক বা যৌন নির্যাতনের মত কিছু কিছু ঘটনা সমাজে বোঝা যায় এবং দেখা যায় কিন্তু মানসিক এবং অর্থনৈতিক নির্যাতন প্রায়ই নির্যাতন হিসাবে উপলব্ধিই করা যায়না

আপনার গ্রাম এবং চারদিকের জনতার মধ্যে নারী নির্যাতনের ঘটনা প্রত্যেক দিনই কমবেশী ঘটে থাকে। কন্যা শিশুর জন্মের আগে থেকে শুরু করে হওয়ার বিভিন্নস্তরে দীর্ঘ সময় ধরে নারীদের উপর নির্যাতন হয়ে থাকে। নারী হবে বলে জন্মের আগেই কন্যা ভ্রুন হত্যা করার ঘটনা আপনি নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন।

কন্যা/ শিশুদের অবহেলা প্রায়ই ঘটে এবং বিভিন্নরূপে যেমন মাতৃদুগ্ধ না দেওয়া, ভাইদের থেকে খাদ্যে বৈষম্য করা বা পরিবারের ছেলেদের পরে মেয়েদের খাওয়ানো। অসুস্থতার সময় মেয়ে সন্তানদের হাসপাতালে না নেওয়া, তাদের স্কুলে যেতে না দিয়ে আইনত বিয়ের বয়স ১৮ বছরের আগে কিশোরী অবস্থায় বিয়ে দিয়ে দেওয়া ইত্যাদি।

আপনি নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন যে নারীরা যৌন ইঙ্গিতের শিকার হয় ওদের শ্লীলতাহানি ঘটে এবং নারীদের উপর যৌন হেনস্তা ও অ্যাসিড আক্রমনের কথা শুনে থাকবেন। এমনকি শিশুরা জন্মের পর থেকে বয়ঃসন্ধি পর্যন্তও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে।

পনের জন্য নিপীড়ন, পরিবার বা গোত্র বা গোষ্ঠীর সম্মান রক্ষার নামে (পারিবারিক বা সামাজিক তথাকথিত প্রথাবিরুদ্ধ বলে নবীন 'দম্পতির উপর যৌন নির্যাতন বা হত্যা) অত্যাচার। এমনকি নারীরা কর্মক্ষেত্রে বা স্কুলে কিংবা জনসমক্ষে ভীতি প্রদর্শন ও হয়রানির স্বীকার হয়ে থাকে।

শুধুমাত্র কিশোরী এবং যুবতীরাই নির্যাতনের স্বীকার হয়না। বৃদ্ধ মহিলারাও প্রায়ই নির্যাতনের বলি হয়। তারা প্রায়ই অবহেলিত, স্বাস্থ্যের যত্ন থেকে বঞ্চিত বা পুষ্টিকর খাদ্যরহিত অথবা চাকরানী হিসাবে খাটা এমনকি পরিত্যাক্ত হয়।

সচরাচর ঘটা নারী নির্যাতনগুলির মধ্যে একটি হল গার্হস্থ হিংসা। এটা স্বামী বা তার নিকট আত্মীয়রা ঘটিয়ে থাকে। উপরে বর্ণিত শারিরীক, মানসিক, অর্থনৈতিক এবং যৌন নীপিড়ন সবই গার্হস্থ নির্যাতনের অন্তর্গত। স্বামী বা পরিবারের অন্য কারোর দ্বারা ঘটানো 'ধর্ষন' সহ যে কোন যৌন নীপিড়ন সবই নারীর উপর যৌন নির্যাতন হিসাবে পরিগণিত হওয়া উচিত। এ জাতীয় নির্যাতনগুলি বন্ধ দরজার ভিতরে ঘটে বলে প্রায়ই নজরে আসে না এবং সমাজিক গোষ্ঠী সাধারণত এসব ঘটনাকে ''পারিবারিক আভ্যন্তরীন বিষয়'' বলে অ্যাখায়িত করা ও তাকে জীবনের স্বাভাবিক অংশ বলে মনে করে।

লজ্জা অপরাধ বোধ, বদনামের ভয়, আর্থিক স্বাধীনতাহীনতা এবং সাহায্য বঞ্চিত হবার খারাপ ধারনার কারণে বিভিন্ন সংস্থা যেমন পুলিশ, ডাক্তার ইত্যদির কাছ থেকে সাহায্য চাইতে যায় না। চাইবার পরের টানাটানির ভয়ে ও পারিবারিক সম্মান রক্ষা করার জন্য এবং এসব ঘটনা আর না ও ঘটতে পারে ভেবে সাহায্য চাইবার পথ মাড়ায় না। নির্যাতন সহ্য করার বড় কারণ হল এই যে নারীদের কাছে এছাড়া কোন বিকল্প খোলা থাকে না। নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে অনেক সময় নারীদের শ্বশুড় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তারা পিতৃগৃহে থেকেও সহায়তা পায় না। এইসব ভয়ে প্রায়ই নারীরা নির্যাতনের বিরুদ্ধে উচ্চবাক্য করে না। এমনকি সমাজ একাকী বা পিতৃগৃহে বাস করা নারীদেরও স্বীকার করেনা।

নারী নির্যাতনের কারণে বহুবিধ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কুফল দেখা যায়। এর পরিণতি হিসাবে তার অধিকারও প্রায়ই অস্বীকার করা হয়; জনতার মধ্যে, রাজনীতির ক্ষেত্রে অবস্থান স্বীকার্য্য হয় না। তাদের সিদ্ধান্ত নিতে দেয়া হয় না এবং এমনকি স্কুলে যেতে, স্বাস্থ্যসেবা নিতে বা চাকুরীর ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়।

আপনি ''আশা'' কর্মী হিসাবে এলাকার নারীদের কাছের লোক এবং তাদের সঙ্গে আগে থেকেই একটা সম্পর্ক আছে। যার ফলে আপনার দ্বারা শনাক্ত করা সোজা যে কে কি রূপে নির্যাতিত হচ্ছে কিংবা নির্যাতনের হুমকির সম্মুখীন। আপনাদের এই হাতের কাছের বইটির সাহায্যে আপনারা সহজেই আপনার এলাকার নারীদের নির্যাতন শনাক্ত করতে পারবেন, প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করে এ থেকে উত্তরনের উপায় খুঁজতে পারবেন।

এই বইটি শুধুমাত্র নারী নির্যাতন সম্পর্কিত কিন্তু এটা বোঝায় না যে পুরুষের উপর উৎপীড়ন হয় না। সত্যি বলতে

কি বৃদ্ধা মহিলারা যেরকম নির্যাতনের শিকার হয় বৃদ্ধ পুরুষরাও প্রায়ই সেরকম নির্যাতিত হয়। পুরুষ নির্যাতনের ধরন প্রকাশ এবং পরিনাম অন্যপ্রকার এবং; সেগুলি এই বইতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।

নারী জীবনকালের বিভিন্নস্তরে নির্যাতনের বিভিন্নরূপ দেখা যায়

(জন্মের পূর্বে) লিঙ্গ নির্ধারন
কন্যা ভ্রুন হত্যা

বৃদ্ধ বয়সে
বৈধব্যের কলঙ্ক, অবহেলা; যত্ন আত্তি, দেখাশোনা, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবার অভাব এবং আর্থিক সম্পদের ঘাটতি ও পরিবারের দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়া।

অতি শৈশব
সদ্যজাত কন্যাশিশুকে মাতৃদুগ্ধ না দেওয়া, কম এবং নিম্ন পুষ্টি খাজ্য দেওয়া, সঠিক যত্ন আত্তির ক্ষেত্রে অবহেলা, অসুখের সময় দরকারী স্বাস্থ্য সেবা না দেওয়া এবং কখনো শিশুকন্যা হত্যা

নারী জীবনে
নির্যাতন

পরিণত বয়সে
বকাবকি, শারিরীক নির্যাতন, বারবার ভুল বার করা, নারীদের প্রায়ই খোলাখুলি অপমানকর কাজে বাধ্য করা, কন্যা সন্তান প্রসব করার দায়ী ও দোষী করা; গর্ভপাত করানো, অ্যাসিড আক্রমন, সুযোগগুলিতে অস্বীকার করা, আর্থিক সম্পদ ব্যবহারে সম্পত্তির অধিকার নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্যসেবা না দেওয়া, চলাফেরার বিধিনিষেধ, বিবাহান্তে অন্যভাবে ধর্ষন, পণ সংক্রান্ত হয়রানি, কর্ম ক্ষেত্রে যৌন হেনস্তা, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন ইত্যাদির মাধ্যমে হয়রানি ইত্যাদি।

শৈশব
দরকারি পুষ্টিগুনের হার কম পরিমানে বা বালকদের থেকে বৈষম্যমূলক খাদ্য বালিকাদের দেওয়া, স্বাস্থ্য পরিষেবা বঞ্চিত করা; জীবনের নৈপুন্য, শিক্ষা এবং বিনোদনের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা, জোরপূর্বক বাল্য বিবাহ দেওয়া, যৌন হেনস্থা এবং শিশু শ্রমের অপব্যবহার ও ব্যবসায়।

বয়ঃসন্ধিকাল
যৌন ইঙ্গিত, শ্লীলতাহানি, ধর্ষন, যৌন হয়রানি, নারী পাচার, নারীহরন, বৈশ্যাবৃত্তিতে বাধ্যকরা, অকাল-বিবাহ, শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনে বাধা, ব্যক্তিগত উন্নতি চেপে রাখা, সম্মান রক্ষার্থে হত্যা, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন ইত্যাদির মাধ্যমে যৌন নাকাল করা ইত্যাদি।

নারী নির্যাতনের বিভিন্ন কারণ এবং দৃষ্টান্ত নীচের ছকে তালিকা ভুক্ত করা হচ্ছে

কারণ	উদাহরণ
■ কৃষ্টিগত ভাবে সংসারে এবং সমাজে পুরুষ ও নারীর ভূমিকা এবং আচার ব্যবহার ঠিক করে দেওয়া আছে।	■ যুবক / পুরুষ হবে বলিষ্ঠ এবং আক্রনাত্মক যেখানে যুবতী / নারীদের হতে হবে কৌতুহলহীন এবং বাধ্য। ■ রান্না, ঘরকন্না ও স্বামী ও সন্তানদের দেখাশোনা নারীদের করতে হবে। ■ যুবতী ও নারীদের শোভন কাপড় জামা পরতে হবে এবং পুরুষরা যদি যৌন নির্যাতনে প্ররোচিত হয় তার অপরাধ নির্যাতিতার উপরই বর্তায়।
■ আত্মীয়রাও নারী এবং পুরুষের ক্ষমতা এবং কার্য্যকলাপে বৈষম্য আশা করে।	■ একজন স্বামী তার যা খুশী তা-ই করতে পারে এবং স্ত্রীকে যেমন ইচ্ছে তেমন ভাবে ব্যবহার করতে পারে কিন্তু স্ত্রীকে সব সময় স্বামীর কথা শুনতে হবে।
■ ডাইনী এবং অযোক্তিক রীতি নীতি সম্পর্কে কুসংস্কার	■ নারীরা তীব্র মানসিক আঘাতে জর্জরিত হলে তাদের 'ডাইনী' বলে ভাবা হয় এবং প্রায়ই নিষ্ঠুর তুকতাকের সম্মুখীন হতে হয় বা সমাজ থেকে একঘরে করা হয়।
■ জন্ম থেকেই পুরুষরা নারীদের থেকে জ্ঞান এবং শ্রেষ্ঠ বলে চালু বিশ্বাস।	■ স্ত্রীকে ভাল করা, পুত্রকে গড়ে তুলে কি কি করনীয় সে সম্পর্কে সঠিক চিন্তা ভাবনা এবং পারিবারিক সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী হিসাবে পুরুষকে গড়ে তোলা হয় শুধুমাত্র তারা পুরুষ বলে। আসলে এ গূঢ় কারন হচ্ছে সম্পদের নিয়ন্ত্রন এবং নারীদের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া।
■ নারী থেকে পুরুষ বিশেষ উপযুক্ত হিসাবে চিহ্নিত করা।	■ পুরুষরা ভাবে যে যুবতী এবং নারীরা তার সম্পত্তি ও সে তার মালিক। পুরুষরা ভাবতে অভ্যস্থ যে নারীরা তাদের সম্পত্তি তাই তাদের নিয়ে যা খুশি তা করতে পারে।
■ নারীরা পুরুষের অধীন এবং তার একান্ত এলাকাভুক্ত বলে পরিবারের বিশ্বাস। 'একটি পরিবার কেবল তাদরেই নিজস্ব পরিসীমা এবং তা পুরুষের অধীন-" এই ভ্রান্তধারনা।	■ অনেক মানুষ ভাবেন যে পারিবারিক হিংসার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা তাদের কাজ নয়। কারণ অন্য ঘরের বা স্বামী-স্ত্রীর নিজের ব্যাপারে মাথা গলানো উচিত হবে না। সে যাই হোক, এটা সত্য যে পারিবারিক হিংসার কথা জেনে ও হস্তক্ষেপ না করাও একটা অপরাধ।
■ বিয়ের প্রথা (কন্যা মূল্য / পণ)	পণের খাঁই না মিটালে স্বামী বা পরিবারের অন্যরা নারীকে অত্যাচার / উৎপীড়ন করে থাকে।
■ ঝগড়া থামাবার ব্যবস্থা হিসাবে নারী নির্যাতনকে বাহবা দেওয়া।	পরিবার বা গোষ্ঠীর মধ্যে ঝগড়া বা রেষারেষির ক্ষেত্রে বদলার পদ্ধতি হিসাবে নারীদের নির্যাতন করা হয়।

কারণ	উদাহরণ
■ নারীদের চাকরী করতে দেওয়া হয় না বা কমই দেওয়া হয় বা অর্থনৈতিক সম্পদের অধিকার দেওয়া হয় না। ■ নগদ বা বাকীর উপরে সীমাবদ্ধ। অধিকার দেওয়া হয় যাতে পুরুষের উপর নারীদের নির্ভরতা বজায় থাকে।	■ হাতে অর্থ না থাকলে বা বরাবার কোন নির্ভরযোগ্য জায়গা না থাকলে অত্যাচারী স্বামীর সঙ্গে থাকতে বাধ্য থাকে। ■ আর্থিক সঙ্গতি / অধিকার না থাকায় নারীদের স্বামীর বা তার পরিবারের উপর নির্ভর করতে হয় বলে যেসব অন্যায় অবিচার তাদের সইতে ২য় তার প্রতিবাদ করতে পারে না বলে সুরাহা খুব কমই হয়।
■ বৈষম্যমূলক এবং গতানুগতি নিয়ম / প্রথা যা পরিবারে চলছে তা নারীদের অধিকার হরন করে।	■ আইনসিদ্ধ হলেও বহু পরিবার তার উত্তরাধিকার ও সম্পত্তির অধিকার তাদের কন্যাকে দেয় না।
■ নারীদের আইনী অধিকার সম্পর্কে অল্প জ্ঞান।	■ নারীরা তাদের আইনী রক্ষা কবচ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার জন্য তাদের উপর পণ, পিসিপিএন ডিটি, যৌন হেনস্তা, বিয়ের পর ধর্ষন, গার্হস্থ হিংসা, বিচ্ছেদের পর ভরণ পোষন, সন্তানের অধিকার ইত্যাদির ক্ষেত্রে মুখ খুলে প্রতিবাদ থেকে বিরত করে। এক্ষেত্রে মুখ্য সহায়ক পুলিশ এখনো মনে করে পারিবারিক হিংসা ঘরোয় বিষয়।
■ নারী ও যুবতীদের প্রতি পুলিশের অসহানুভূতিশীল আচরণ এবং আইনী প্রণালীর প্রতি অসংবেদনশীলতা।	■ সমাজের ক্ষমতাশীল ব্যক্তিত্ব কর্তৃক অত্যাচারিত নারীর ক্ষেত্রে বিশেষ করে পুলিশ কোন অভিযোগগ্রহণ করে না। ■ গৃহ হিংসাকে গুরুত্বসহ করে বিবেচনা করা হয় না এবং সবসময় নারীদেরই দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ■ কখনো কখনো পুলিশ অভিযোগকারিনী মহিলাকে হেনস্তা করে।
■ বিচার বিলম্ব	■ বিচারালয়ে বহু বছর মামলা ঝুলে থাকে, আইনী প্রণালীতে অনেক সময় লেগে যায় এবং খুব কমই দোষীর দোষ সাব্যস্ত হয় ফলে নারীরা অভিযোগ করার উপর বিশ্বাস হারায় বা আইনের সুযোগ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অসুবিধা এই সবের দরুন নারীরা আক্রান্ত অবস্থায়ই থাকতে বাধ্য হয়।

সমস্ত নারীরা সহজেই নির্যাতিত হতে পারে ব্যাপারে খুব সচেতন থাকা দরকার। নারীর উপর অত্যাচারের ঘটনা সবসময় নজরে আসে না। আপনারা বোঝা দরকার যে মৌখিক হয়রানি থেকে শুরু করে শারিরীক হামলা পর্যন্ত এগোয়। যেমন নারীদের নির্যাতিতা হবার সম্ভবনা থাকে তাদের কয়েকটা সঙ্কেত এবং লক্ষন, ব্যবহার ও সাংসারিক অবস্থা দেখে আপনি সম্ভাব্য বিপদ শনাক্ত করতে পারেন।

২) যে সব নারী সহজেই আক্রান্ত হতে পারে?

আপনার জেনে রাখা উচিত, যে কোন নারীই নির্যাতিত হতে পারে কিন্তু কিছু নারী বিশেষ ভাবে আক্রান্ত হতে পারে। সে সব নারীরা হল ঃ-

- যেসব মহিলা দারিদ্রে থাকে।
- যেসব বালিকার পিতৃমাতৃহীন বা তাদের মধ্যে একজন আছে।
- যে পরিবার মহিলা দ্বারা পরিচালিত বা যেখানে পতি বা পিতা নিঃখোজ বা মৃত।
- মদ্যপ স্বামী যাদের সেসব নারী বেশীই নির্যাতন প্রবন।
- নিঃসঙ্গ মহিলা।
- বৃদ্ধ বা যারা অসুখে ভুগছে।
- যে মহিলা বিকলাঙ্গ বা যাদের বিকলাঙ্গ সন্তান আছে।
- প্রান্তিক বা সংখ্যালঘু মহিলা।
- যৌনকর্মীগণ
- সমলৈঙ্গিক বা উভলৈঙ্গিক এরকম বিশেষ যৌনতার অভ্যস্ত অল্প সংখ্যক মহিলা।
- যেসব মহিলা সরকারী মহিলা আশ্রম বা আশ্রয় শিবিরে থাকে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা হানাহানির পর - বন্যা, ভূমিকম্প, সাইক্লোন, সুনামী ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দাঙ্গা, পারিবারিক ঝগড়া এবং যুদ্ধ, সন্ত্রাসবাদী ও বিদ্রোহীদের আক্রমন ইত্যাদি হানাহানি অবস্থায় কমবয়েসী যুবতী বা নারীরা যৌন শোষন এবং দেহ ব্যবসাতে নামানোর মত বিপদে পড়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। এই বিপদটা আরো বেশী হতে পারে যখন তারা তাদের মা-বাবা, অভিকবক বা পরিবারের অন্য সভ্যদের হারায়।
- এইচ.আই.ভি তে আক্রান্ত মহিলা।

৩) কোন কোন লক্ষন বা চিহ্নের ক্ষেত্রে সতর্কতা আবশ্যিক?

নির্যাতনের ফলে নারীদের দেহে বা মনে আঘাতের প্রকাশ ঘটায় অথবা সন্তান জন্ম দেওয়া ক্ষমতা বিঘ্নিত হয়। হয়রানির কথা বর্ণনা করার সময় নারীরা স্পষ্টভাবে কি অবস্থার সন্মুখীন হয়েছে তা বলবেনা। আপনি মহিলার বাড়ীতে গেলে আপনি দেখতে পাবেন যে ঐ মহিলা নিম্নে উল্লেখিত লক্ষনগুলি জানাবে কিন্তু যৌন নির্যাতন সম্পর্কে বিশেষ করে সত্য কথা বলতে চাইবেনা। আপনি অবশ্যই দেখতে পারেন যে আঘাত পাওয়ার সময় এবং চিকিৎসিত হওয়ার সময়ের মধ্যে বেশ ব্যবধান থাকে। নিম্নে উল্লেখিত লক্ষন এবং চিহ্নগুলি যদি কোন মহিলার শরীর বা মনে দেখা বা বোঝা যায় তবে সংবেদনশীল ভাবে বুঝতে হবে যে এগুলি অবশ্যই হয়রানির জন্য হয়েছে। লক্ষন ও চিহ্নগুলি পেছনের কারণ সহানুভূতি সহকারে অনুসন্ধান করতে হবে।

- শরীরে ছড়ে যাওয়া বিশেষভাবে চোখের চারদিক ও মুখে, কানে আঘাতের চিহ্ন (ফলে শোনা কষ্টকর) আলগা বা ভাঙ্গা দাঁত।
- বোধগম্য কোন শারীরিক কারণ ছাড়াই দীর্ঘ সময় ধরে অসুস্থ থাকা এই অসুখের মধ্যে অনির্দিষ্ট ব্যথা, অসাড়তা বা তলপেটে যন্ত্রনা।
- কোন কারণ ছাড়া হঠাৎ গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত হয়ে যাওয়া।
- আত্মহত্যার চেষ্টা করা বা চিন্তা করা।
- উদ্বিগ্নতা, ভয়, আত্মবিনাশের আচরণ।
- নিদ্রাজনিত সমস্যা।

যে সব পীড়া যৌন নির্যাতনের সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক করে (উপরিউক্ত এবং নিম্নোক্ত বিষয়গুলি)

- দীর্ঘদিন ধরে তলপেটে ব্যাথা।
- বার বার প্রস্রাবে যাওয়া; ঐ সময় জ্বালা, যন্ত্রনা, কাঁপানো জ্বর, ঘোলা প্রস্রাব জাতীয় মূত্রানালী সংক্রমনের লক্ষন বা চিহ্ন।
- যৌনাঙ্গে চুলকানি, অতিরিক্ত স্রাব, তলপেটে ব্যাথা, ফুস্ফুড়ি, কুঁচকিতে ফোলা বা প্রজনন নালীতে ক্ষত জাতীয় যৌনবাহিত সংক্রমনের চিহ্ন ও লক্ষন।
- অল্পবয়সী শিশু বা তরুনীর মধ্যে যৌনবাহিত সংক্রমন।
- ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েদের গর্ভবতী হওয়া।

(৪) নারীর উপর নির্যাতনের পরিনতি

নারী নির্যাতনের ফলে তাদের শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গুরুতর প্রভাব পারে। এগুলিকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায়।

- **শারীরিক ঃ**- কাঁটা ছেড়া থেকে ছড়ে যাওয়ার মত আঘাত, পোড়া ঘা, দীর্ঘকালীন বেদনা এবং কন্যাশিশুর অপুষ্টি। তীব্র নির্যাতন থেকে হাড় ফেটে বা ভেঙ্গে যেতে পারে ফলে বিকলাঙ্গ হওয়া এবং কখনো মৃত্যু ও হতে পারে।
- **মানসিক বা মনস্তাত্তিক ঃ**- নারী নির্যাতনের ফলে মনস্তাত্তিক এবং হৃদবেগের উপর যে আঘাত পড়ে তা শারিরীক আঘাত থেকে অনেক গুরুত্বর। এইসব ঘটনা নারীর অসম্মান, মর্যাদা হানিকর হওয়ার অন্য মানসিক সমস্যা সৃষ্টি হয় যার ফলে সে আত্মহত্যা করে বা করতে পারে। এর ফলে নারী মাথার যন্ত্রনা ভুগতে পারে এবং উদ্বিগ্ন ও হতোদ্যম হয়ে পড়তে পারে। বলাৎকারের ফলে বয়ঃসন্ধি প্রাপ্ত ও বয়স্কাদের সন্তান উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটতে পারে। এই অবস্থাটা নারীর মধ্যে দেখা যায় যখন সে দীর্ঘ দিন ধরে অত্যাচারিত হতে থাকে
- **প্রজনন গতঃ**- ইচ্ছাবিরুদ্ধ গর্ভ এবং যৌনবাহিত রোগবলী প্রায়শঃই দেখা যায়। অন্যান্য প্রভাবগুলির মধ্যে জনন নালীর ক্ষত, গর্ভাবস্থার আঘাতজনিত জটিলতা যেমন গর্ভপাত, অগনিনত শিশুজন্ম এমনকি গর্ভিনীর মৃত্যু ও হতে পারে।
- **সন্তানের উপর প্রভাব ঃ**- বাচ্চারা যখন মায়ের উপর অত্যাচার দেখে তারা তখন কষ্ট বা আক্রমত্মক হয়ে উঠতে পারে বা অত্যন্ত চুপচাপ হয়ে যেতে পারে এবং যা দেখেছে তা বলতে পারে না। যে সংসারে প্রায়ই নির্যাতনের ঘটনা ঘটে সেখানকার বাচ্চারা ঠিকমতো খায় না। অন্যদের তুলনায় দেরীতে বাড়ে ও শেখে এবং মানসিক রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

এইসব প্রায়ই বাচ্চারা ব্যাখ্যা মেলেনা - এমনভাবে প্রায়ই কামাই করে বা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয় যার ফলে তাদের শিক্ষার গতি ব্যহত হয়। এরকম বাচ্চারা প্রায়ই ঘর থেকে পালায়, তার উপর চেয়ে খাবার প্রবনতা দেখা যায় এবং আত্মহত্যার মানসিকতার শিকার হতে পারে। এমনকি যখন একজন নারী তার বাড়ীতে অত্যাচারিত হয় তখন তার বাচ্চারা বিশ্বাস করে বালিকা ও নারীদের সাথে এ ব্যবহারই করা হয় এবং এইসব নির্যাতন গ্রহণযোগ্য।

(৫) নারী নির্যাতন মোকাবেলায় একজন আশার ভূমিকা

নারী নির্যাতনের রোধে আশার ভূমিকা দুই রকমের

(ক) নির্যাতন প্রতিরোধ ঃ- নারী নির্যাতনের যে কোন ঘটনার বিরুদ্ধে সমাজকে সচেতন ও সংগঠিত করা।

(খ) নির্যাতনের ক্ষেত্রে করনীয় ঃ- প্রতিটি নির্যাতিতা নারীর পাশে দাঁড়ানো।

(ক) নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ঃ- সামাজিকস্তরে 'আশা'র ভূমিকা ঃ-

(১) একাত্মতা রচনা ঃ- নারী নির্যাতন সুগভীর সামাজিক-কৃষ্টিগত ভাবে পক্ষপাতমূলক আচরনের প্রতিচ্ছবি। এটি রোধে দীর্ঘ সময় ধরে স্থায়ীভাবে সমাজকে সচেতন ও সংগঠিত করা প্রয়োজন। কিন্তু আপনি একজন ব্যক্তির পক্ষে একা নারী নির্যাতন রোধে ব্যবস্থা নেওয়া বেশ কঠিন।

এ ব্যাপারে আপনাকে অন্যান্য সমাজসেবী সংগঠন যেমন গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও ময়লা নিষ্কাষনী এবং পুষ্ঠি সমিতি (ভি এইচ এস এন সি), গ্রাম পঞ্চায়েত বা অন্যান্য গ্রাম্য মহিলা সহায়ক সংস্থা যেমন মহিলামন্ডল, নারী স্ব-সহায়ক দল, মহিলা স্বাস্থ্য সংঘ বা মহিলা পঞ্চায়েতের সঙ্গে মিলে এগুনো দরকার। আপনি আপনার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীনস্থ অন্যান্য 'আশা'দের গ্রুপ করেও নির্যাতন রোধে সমন্বিত সহায়তা প্রদান করতে পারেন। এটার জন্য আপনি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাসিক মূল্যায়ন সভা ব্যবহার করতে পারেন। এই সভার মধ্যে আপনি অন্যান্য 'আশা' গ্রুপের সাথে নির্যাতন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেন এবং সবাই এই ব্যাপারে একাত্ম হতে পারেন।

এই গ্রুপগুলি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আরো বড় সংস্থা করে নির্যাতনের প্রধান কারণগুলি খুঁজে দূর করতে পারে এবং গ্রামস্তরের অন্যান্য নির্যাতন জাতীয় সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারে।

নারী নির্যাতনের বিষয়ে কাজ করা অন্যান্য সংস্থ্যা যেমন পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি, মহিলা গ্রুপ, এলাকার মোড়ল, এবং কন্যা শিশুদের বাপ-মার সঙ্গে আলোচনা নিশ্চিত করা। গ্রাম সভাতে অন্যান্য গ্রুপ যারা নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে অংশ গ্রহণ করে ওদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন যাতে নির্যাতনের ঘটনা সবার নজরে পড়ে।

দুই পরিবারের মধ্যে শত্রুতা এবং জাতি বা ধর্মগতদ্বন্দের ক্ষেত্রে প্রায়ই নারীরা নির্যাতিতা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ নারীদের সম্পত্তি বা অধিকৃত বিষয় হিসাবে দেখা হয় এবং প্রায়ই প্রথমেই আক্রান্ত হয়। এ জাতীয় ক্ষেত্রে বিশেষ দলের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও আপনি সমস্ত দ্বিধা, দ্বন্দ ছেড়ে বিশেষ প্রচেষ্টা ও শ্রমের মাধ্যমে নির্যাতিতা নারীর কাছে অবশ্যই পৌছাবেন।

(২) জনসমাজকে শিক্ষিত করা ও সচেতন করা ঃ- আপনাদের জনসমাজকে শিক্ষিত ও সংগঠিত করাই হবে আপনার প্রধান কর্মকান্ড। এ ব্যাপারে গ্রামের বয়ঃপ্রাপ্ত কিশোরী ও নারীদের নিয়ে আলোচনা সভা করা উচিত। আপনি যে ভাবে করতে পারেন তা হল ঃ- কিছু ভ্রান্ত বিশ্বাস, যেমন - প্রহার করা ভালবাসার একটা রূপ, আমরা নির্যাতিত হবারই কথা; কোন নারী স্বামী দ্বারা নির্যাতিত হলেও স্বামী ছাড়া সে বাঁচতে পারবেনা। নারী দোষেই ধর্ষিতা হয় বা বিয়ে হয়ে যৌন নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকে তাই কম বয়সী কিশোরীদের বিয়ে দেওয়া উচিত এসবকে দূর করা দরকার।

■ মাসিক আলোচনা সভায় বয়ঃপ্রাপ্ত কিশোরী ও নারীদের নির্যাতন সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতাগুলি জেনে নেওয়া যাতে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

■ পারিবারিক নির্যাতন ও যৌন হেনস্থা প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইনী বিধি ও ধারাবলী সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়ানো (পরিশিষ্ট-১)

■ গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও ময়লা নিষ্কাষনী সমিতির (ভি এইচ এস এন সি) সাহায্যে সংগঠিত ভাবে পন সংক্রান্ত হয়রানি ও কন্যাভ্রুন এবং শিশু কন্যা হত্যা, কমবয়সী কিশোরী বিবাহ, বিবাহ নিবন্ধীকরণ; নারী উত্তরাধিকার, সম্মান রক্ষার্থে হত্যা, নারী পাচার এবং কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

■ নারী ও বালিকাদের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন সরকারী হিতকারী স্কীমের বিষয়গুলি জনসমাজের মধ্যে প্রচার করা। এই হিতকারী স্কীমগুলির মধ্যে কন্যা শিশুদের জন্য শিক্ষাদান এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান, সবলা স্কীম, মহিলা সমক্ষ্য, বিধবা, অবিবাহিতা ও পরিত্যক্তা নারীদের পেনশন ইত্যাদি। (এ ব্যাপারে আপনার ফেসিলিটেটর ও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে রাজ্যে চালু বিশেষ স্কীমগুলি সম্পর্কে অবহিত করবেন)।

(খ) মহিলা নির্যাতনের একক ঘটনা মোকাবেলা ঃ-

(১) বিষয়টা সম্পর্কে সর্তক থাকা ঃ- যদি শুনতে পান একজন নারী নির্যাতনের ঝুঁকির মধ্যে আছে বা নির্যাতিতা হচ্ছে তাহলে সর্তকতার সঙ্গে সূত্রগুলি লক্ষ্য করুন হাতে ঐরকম নারীদের শনাক্ত করতে পারেন। উদাহরণ হিসাবে ঃ- কথা বলার সময় যখন দেখবেন নারীর বক্তব্য তার স্বামী নিয়ন্ত্রন করছে বা ঐ জায়গা ছাড়ছে না তখন সে আপনাকে হেনস্তার সম্ভাবনা সম্পর্কে সর্তক করবে। আপনি লক্ষ্য করুন যে নারীর দেহের আঘাতগুলি তার কারণের ব্যাখ্যার সাথে মিলে কিনা।

নির্যাতিতা হয়েছে বা হবার সন্মুখীন মহিলা ঐ সম্পর্কে কিছু না জানালেও আপনার উচিত বিষয়টি বিশদভাবে জানা। এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা নেওয়া সম্পর্কে ঐ নারীর সঙ্গে আলোচনা করবেন না হলে তার বিপদ আরো বাড়তে পারে। যদি আক্রান্ত নারী ঐ বিষয়ে কথা বলতে এখনই না চান তাহলে তাকে কথা বলানো পর্যন্ত মনস্তাত্তিক সহায়তা দেবেন। আপনার মারত্ম ধরনের নির্যাতন এর ধরন সম্পর্কে ধারনা পরিষ্কার রাখা উচিত, কারণ এই ক্ষেত্রে দ্রুত হস্তক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন

পড়ে। কিন্তু অন্যান্য অত্যাচার অনেক ক্ষতিকর - যদিও জীবন সংশয় হয় না - এগুলির সম্পর্কেও ধারনা রাখা উচিত।

যখন মারাত্মক নির্যাতনের ঘটনার সম্মুখীন হবেন তখন নারীকে দ্রুত নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করবেন। আপনার সামনে নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে বা নির্যাতনের ফলে নারীর জীবনের ঝুঁকি থাকলে আপনি সঙ্গে সঙ্গে হস্তক্ষেপ করবেন। আপনার উচিত পরিবারের অন্য সভ্য বা আপনার বিশ্বস্ত জনসমাজের কাউকে নিয়ে নির্যাতনের স্থান থেকে নারীকে স্থানান্তর করা। যদি প্রয়োজন হয় আপনি পুলিশের সাহায্য নিতে পারেন। আপনার এলাকার নারীদের আশ্রয়স্থলে ঐ নারীকে নিয়ে যেতে পারেন বা অন্যান্য এনজিও যারা দুঃস্থ মহিলাদের আশ্রয় দেন তাদের সাহায্য চাইতে পারনে।

(২) প্রশ্ন করুন ঃ- কোন পূর্বানুমান ছাড়া এবং গোপন ভাবেই এসব ব্যাপরে সর্বদা প্রশ্ন করা উচিত। সরাসরি জানতে চাইলে নির্যাতন সম্পর্কে উত্তর মিলতে নাও পারে। নির্যাতিতা নারীর বিশ্বাস অর্জন করতে হবে এবং তাকে নিশ্চিত করতে হবে যে এসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। মনে রাখবেন স্বামী বা পরিবারের অন্যান্য সভ্যের সামনে প্রশ্ন করলে নারী বিপদে পড়তে পারে।

(৩) স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা করা ঃ- আপনার উচিত নারীর শারিরীক ক্ষত বা মানসিক আঘাত কতটা সে ধারনা করা। সাধারণ ক্ষত হলে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। যদি মনে করেন আঘাত মারাত্মক তাহলে সঙ্গে করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা দেয় এমন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রেরণ করুন এবং দরকার হলে নিজেই নিয়ে যান ও পরে খোঁজ খবর নেওয়া নিশ্চিত করুন।

(৪) মনস্তাত্তিক সহায়তা দিন ঃ- একজন ''আশা'' হিসাবে আপনি নারীর প্রাথমিক আস্থা অর্জন করতে পারেন এবং নীরবতা ভাঙ্গিয়ে তার কাছ থেকে নির্যাতন সম্পর্কে তার অনুভূতিগুলি জেনে নিতে পারেন। তার সঙ্গে কথা বলুন এবং তাকে সাহায্য করুন যাতে সে লজ্জানুভূতি, ভয়, রাগ এর মনমরা ভাব কাটিয়ে উঠতে পারে। তাকে পুনরায় নিশ্চিত করুন হেনস্থার ক্ষেত্রে তার কোন দোষ নেই।

(৫) নারীর নিরপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করা ঃ- নারীকে ভালভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝান যাতে সে নির্যাতনের সম্ভাবনা আগেই বুঝতে পারে এবং তার নিজের ও সন্তানদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিতে পারে।

হেনস্তাকারী ব্যক্তির সান্নিধ্য ছাড়তে সিদ্ধান্ত নেওয়া নারীদের বাপের বাড়ী, বন্ধু বা আত্মীয়ের বাড়ী মতো নিরাপদ আশ্রয় শনাক্ত করা যাতে অবস্থা শান্ত হওয়া পর্যন্ত ঐসব আশ্রয়ে সাময়িকভাবে থাকতে পারে। এ ব্যাপারে এলাকার জনসমাজ কিংবা গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও ময়লা নিষ্কাষনী এবং পুষ্টি সমিতির সাহায্য নিতে পারেন। কোন কোন জেলায় সরকারী বা এনজিও পরিচালিত কেন্দ্রগুলি দুঃস্থ নারীদের সহায়তা দিয়ে থাকে। পরিবার বা বন্ধুদের সাহায্য অমিল হলে আপনি ঐসব কেন্দ্রে আশ্রয়ের জন্য নারীকে সহায়তা করতে পারেন।

হেনস্থার জায়গা পরিত্যাগ করার সময় নারীর উচিত নিশ্চিত ভাবে পরিচয় পত্র, ব্যাঙ্ক জমা খাতা, রেশন কার্ড, নিজের ও সন্তানদের জন্মের দলিল, বিবাহের নিবন্ধিপত্র বা প্রমানপত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতার দলিল, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাগজপত্র, নিজের মালিকানার সম্পদ বা গয়না পত্র ইত্যাগি যতটা সম্ভব সঙ্গে নিয়ে যাওয়া।

নির্যাতনকারীকে প্রয়োজনীয় দাওয়াই দেওয়া দরকার যাতে নির্যাতনের পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারীদের জন্য কি কি আইনী প্রতিবিধান আছে সে সম্বন্ধে তাদের সচেতন করা দরকার। আপনি এই কাজে এ.এন.এম., অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী বা ভি.এইচ.এন.এস.সি., নারীদল ও গ্রাম পঞ্চায়েত সহ জনসমাজের অন্যান্য সভ্যের সহায়তা নিতে পারেন।

(৬) আইনী সুযোগ সুবিধাগুলি নারীদের অবহিত করন ঃ- নারীরা যদি নির্যাতনের অভিযোগ জানাতে চায় বা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ইচ্ছা করে তাহলে আপনার উচিত নারীকে অভিযোগ জানানোর স্থান ও ব্যক্তি সম্পর্কে জানানো। দেশের অধিকাংশ রাজ্যে এখন মহিলা থানা আছে। এ ব্যাপারে এ. ডব্লিও. ডব্লিও, আই.সি.ডি.এস. তত্বাধায়ক, CDPOs এবং নারী ও শিশু কল্যান দপ্তরের আধিকারিকদের সাথেও যোগাযোগ করতে পারে। এইসব আধিকারিকগণ আক্রান্ত নারীর অভিযোগ নারী ও শিশু কল্যান দপ্তরের সংশ্লিষ্ট ''নিরাপত্তা আধিকারিকের (Protection Officer - CDPO) কাছে পাঠাইয়া দিবেন। এই আধিকারিকে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য সরকার দায়িত্ব দিয়েছে এবং একটা টাকা লাগেনা

এমন (টোলফ্রী) টেলিফোন নম্বর আছে যার মাধ্যমে তার সাথে যোগাযোগ করা যায়। আপনি আক্রান্ত নারীকে রাজ্যস্তরের আদালতের 'আইনী সহায়তা কেন্দ্রে'র (Legal Aid Centre) বিষয়ে বিশদ অবহিত করবেন এবং আইনী সাহায্য চাওয়ার ক্ষেত্রে পথ নির্দেশ করবেন।

(৭) অন্যান্য সহায়ক সংস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া ঃ- নির্যাতনের বিরুদ্ধে সহজেই অভিযোগ / ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশ, সহায়ক সংস্থা এবং সংবাদ মাধ্যমের লোকজন যেমন সংবাদপত্র, সাময়িকীর সংবাদদাতা, বেতার (রেডিও), টেলিভিশন সাংবাদিক ইত্যাদির টেলিফোন নম্বর আপনার হাতে থাকা ভাল সংবাদ মাধ্যম নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে সাময়িক চাপ তৈরীতে একটা অতি উত্তম সহায়ক।

ধর্ষনের ক্ষেত্রে কি কি করনীয়

মহিলাদের উপর ধর্ষনের ক্ষেত্রে নিম্নে উল্লেখিত অতিরিক্ত পদক্ষেপগুলি নেওয়া দরকার

■ যৌন অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্তকে নিরাপদ আশ্রয়ে পাওয়া খুব জরুরী। এ আশ্রয় আক্রান্তার বাড়ী, বন্ধুর বাড়ী বা পরিবারের কারো সঙ্গে হতে পারে।

■ সহানুভূতির সঙ্গে নির্যাতির সঙ্গে কথা বলুন এবং পুনরায় নিশ্চিত করুন এ ঘটনায় তার কোন দোষ নেই। তার দুঃখের সহভাগিনী হয়ে সদয় ভাবে মিশতে হবে।

■ যৌন নির্যাতির কাছ থেকে জানতে চান যে বলাৎকারীকে সে চিনতে পারে কিনা এবং কোন অবস্থায় ঘটনাটা ঘটতে পারল এবং আঘাত বা ক্ষত কতটা হয়েছে।

■ নির্যাতিতার প্রাণ রক্ষার জন্য / ভাল চিকিৎসা সেবা পাওয়া দরকার। ঘটনাটা অবশ্যই জোরালো ভাবে ফরেন্সিক পরীক্ষার দাবী রাখে। প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবায় সুবিধাযুক্ত কেন্দ্রে অবশ্যই যেতে অবশ্যই আপনি তার সঙ্গী হবেন।

■ বলাৎকারীকে শনাক্ত করার জন্য অত্যাচারের প্রামান্য বস্তু (দেহজ বস্তু যা নির্যাতিতার শরীরে থাকে) সংরক্ষণ করা খুব দরকার। অত্যাচারী অপরিচিত হলে এটা আরো বেশী জরুরী হয়ে পড়ে। আক্রান্ত নারী পরীক্ষায় আগে যেন স্নান না করে বা কাপড় চোপড় পরিষ্কার না করে।

■ নির্যাতিতা ও তার পরিবারের সভ্যদের পুলিশের সাহায্য চাইবার ক্ষেত্রে সহায়তা করবেন এবং তারা যাতে ধর্ষিতা নারীদের সাহায্যের জন্য গঠিত সামাজিক সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে সেটা ব্যবস্থা করবেন।

■ এমনকি যদি নির্যাতিতা এখনো অত্যাচারের অভিযোগ জানানো, ফরেন্সিক পরীক্ষা পাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়নি - তবু ও যদি প্রমাণগুলি সংরক্ষণ করে রাখে তা পরে পুলিশের পক্ষে সেগুলি পাওয়ার এবং পরীক্ষা করানোর ভাল সম্ভাবনা থাকবে।

■ নির্যাতিতার গর্ভ হওয়া রোধ করার জন্য ইমারজেন্সী জন্মনিরোধক বড়ি খাওয়াবেন। গুরুত্বর আঘাত হলে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নেওয়া উচিত।

■ যদি নির্যাতিতা আগে পরিবারকে ঘটনা কথা না জানিয়ে থাকে তবে তার জন্য তাকে সহায়তা করুন। মনে রাখবেন পরিবারের লোকদের ও ধর্ষন সম্পর্কিত ধারনা থেকে উত্তরণ দরকার।

■ নির্যাতিতার বিশেষ মনস্তাত্তিক উপদেশ বা পরামর্শ প্রয়োজন এবং জেলা হাসপাতালে দাখিল হতে সহায়তা করুন।

(৬) নিজেকে কিভাবে নিরাপদ রাখবেন ঃ-

অন্যান্য নারীদের মতো আপনিও আপনার বাড়ী বা বাইরে অত্যাচারিতা হতে পারেনা। এটা হতে পারে আপনি অত্যাচার সহ্য করে যাচ্ছেন এবং ঠিকভাবে ঐ আশঙ্কা থেকে উত্তরন করতে পারবেন না। আপনি যদিও অন্য নারীদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার অধিকার আপনার আছে তবু এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যখন আপনি আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারটা নিজে স্বীকার করতে বা অন্যদের জানাতে দ্বিধা বোধ করছেন। মনে রাখবেন অন্যদের সাহায্য করার আগে আপনার নিজেকে সাহায্য করা উচিত। নিজের সমস্যা বোঝার স্পষ্টতা আপনার আছে বলে আপনার অভিজ্ঞতা উপর দাঁড়িয়ে অন্য নারীদের সমস্যা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারবেন এবং ভাল ভাবে সাহায্য করতে পারবেন।

মনে রাখবেন যে নারীর উপর অত্যাচার ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। প্রায়ই উঁচু পদে বসা ক্ষমতাবানরা নারীদের হেনস্থা করতে প্রবৃত্ত হয়। নির্যাতন প্রতিরোধের ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করাও করানো এবং নারীদের সাহায্য করার কারণে সমাজের প্রভুত্বকারী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তির দ্বারা হেনস্তা হবার সম্ভাব্য বুঁকি থাকতে পারে। এই ব্যাপারে সর্বদা সচেতন থাকবেন এবং সক্রিয় ভাবে অন্যদের যেমন বড়রা এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য এবং ময়লা নিষ্কাষনকারী ও পুষ্টি সমিতি (ভি এইচ এস এন সি) ইত্যাদির কাছ থেকে সহায়তা নেবেন। জনসমাজের সম্মানীয় বড়দের, পুলিশের এবং স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ ও যোগাযোগ আছে এই ব্যাপারাটা ভালভাবে প্রচারিত হওয়া দরকার। তাছাড়া নিরাপত্তা জনক ব্যবস্থাগুলি যেমন অন্ধকার হবার পর একলা না চলা, জনহীন জায়গা এড়িয়ে চলা এবং দলে চলাফেরা দরকার।

(৭) আলোচনার প্রেক্ষাপট ঃ-

নীচের লিষ্টে এমনকিছু অবস্থা উল্লেখ করা আছে যার সঙ্গে আপনি সুপরিচিত। প্রত্যেকটি অবস্থা অনুধাবন করে, কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে তা শনাক্ত করুন। এরমধ্যে কয়েকটি তাড়াতাড়ি হস্তক্ষেপের দাবী রাখে, কিছুর ক্ষেত্রে বারবার নির্যাতিতার কাছে যাওয়া ও উপদেশ দেওয়া এবং কিছু ক্ষেত্রে পূর্বে উল্লেখ করা অন্যান্য গ্রুপের সাথে মিলে ব্যবস্থা নিতে হবে। তাছাড়া দেখতে হবে এর মধ্যে কোনটি গ্রামস্তরেই নিবারন করা যায় ও কোনটির ক্ষেত্রে শিক্ষা এবং সচেতনতা দরকার ও কোনটি উপরের স্তরে পাঠানো প্রয়োজন।

কি অবস্থায় নির্যাতন হয়

- একজন পুরুষ তার স্ত্রীর মুখে ঘুষি মারে কারণ স্ত্রীর দ্বারা রান্না করা খাদ্য তার পছন্দ নয়।
- একজন নারী তার শ্বাশুড়ী ও স্বামী দ্বারা অপমানিত ও হেনস্থা হয় কারণ সে যথেষ্ট পন আনেনি।
- যৌন সংসর্গে অসম্মত হলে একজন স্বামী তার স্ত্রীকে আঘাত দেবার হুমকি দেয়।
- অর্থ পাওয়ার ক্ষমতা সীমিত হবার কারণে অসুস্থ হলেও চিকিৎসা চাইতে পারেনা।
- একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে বাইরে যেতে দেয়না কারণ স্বামী ভাবে যে অন্যরা তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করবে।
- একজন নারীকে চারবার গর্ভপাত করানো যায় কারণ পরিবার পুত্র চায়।
- একটা গরীব পরিবারে তিনটি কন্যা এবং একটি পুত্র থাকলে প্রথমে পুত্রকে খাওয়ানো হয় পরে অবশিষ্টাংশ কন্যাদের খাওয়ানো হয়।
- একটা মধ্যবিত্ত পরিবার তাদের ছেলেকে উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজে পাঠায় কিন্তু মেয়ের ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পর পড়া বন্ধ করে দেওয়া হয়।
- পনের বছরের একটি মেয়েকে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করতে হয় কেননা একদল যুবক তাকে রোজই যৌন ইঙ্গিত করে।
- সঙ্গে বাসকারী ছেলে তার মেয়ে বন্ধুদের তাছিল্য করে এবং হেনস্তা করে।
- একজন ভাই তার বোনকে হত্যা করে কারণ পরিবার অনুমোদন করে না এমন কারো সাথে সে প্রেম করে।

যে বিষয়গুলি আপোষহীন মনোযোগ দাবী করে

নারী নির্যাতনের উপর কাজ করা প্রত্যেকের দায়িত্ব। একজন সমাজ সহায়ক কর্মী বলে ব্যাপারটায় আপনার উপর বাড়তি দায়িত্ব এসে পড়ে।

- নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু যদি তার মন বা শরীরের উপর খারাপ প্রভাব ফেলে তা ই নারী নির্যাতন।
- যেকোন রকম নির্যাতনই অবৈধ। এটা কখনোই স্বাভাবিক বা নিয়মিত বিধান নয়।
- যেকোন নির্যাতনই হীনমন্যটা নারীদের মর্যাদা হানি করে। তাদের মর্যাদা সুরক্ষা করাই অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।
- মর্যাদার সহিত জীবন কাটাতে পারা নারীর সাংবিধানিক এবং মানবিক অধিকার।
- যেকোন সহায়কের অগ্রাধিকার হল নারীর মনে নিশ্চিন্ততা, নিরাপত্তার অবস্থা আশাবাদ জাগিয়ে তোলা।

■ নির্যাতন প্রত্যেকের উপর বিনাশকারী প্রভাব ফেলে। নির্যাতনকারী নারী - পুরুষ অসংবেদনশীলও হয়ে ওঠে। হিংসায় নির্যাতিতার নীরবতা ভাঙ্গাতে হবে এবং তার মন থেকে মিথ্যা অপরাধ বোধ দূর করতে হবে।

■ পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ভিতরকার হাজারো বাধা যা ঘনজালের মতো গৃহ হিংসার উপর পরদা টেনে রাখে সে সবের সন্মুখীন হতে আপনাকে তৈরী থাকতে হবে।

■ গ্রামে নারীদের সংঘবদ্ধ শক্তির প্রতিপালন ও সম্প্রসারন করতে হবে এবং পুরুষদের সমর্থন ও জোগাড় করা জরুরী।

■ আইন সম্পর্কে জানতে হবে, বিশেষভাবে পনের নিষেধাজ্ঞা, গৃহ নির্যাতন, পছন্দানুসারে ভ্রুন হত্যা, কার্য ক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা, জন্মস্থানের সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার এসব বিষয় জরুরী।

■ 'আশা' কার্য্যসূচীর মধ্যে গ্রামের নারী ও পুরুষদের এইসব আইন, বিধি, অধিকার, এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজের গড়ে ওঠা অন্যায়গুলি সম্পর্কে সচেতন করা ও অন্তর্ভূক্ত হওয়া জরুরী।

সবশেষে, আপনি নারী নির্যাতন রোধে কাজ করতে গেলে বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হয়ে সর্বদা লেগে থাকতে হবে।

পরিশিষ্ট -১ ঃ- নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আইনী বিধান

ক্রমিক নং	আইনের নাম	অপরাধ	আইন সংক্রান্ত প্রক্রিয়া			
			৩য় পক্ষের রিপোর্ট	সাজা	বিচার্য্য হবার যোগ্য অপরাধ-পুলিশ কি সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করতে পারে?	বিচারপতির আদেশ ছাড়া পুলিশ কি গ্রেপ্তারকরা অপরাধী ছাড়তে পারে?
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১)	গর্ভ সঞ্চারের আগে, সন্তান জন্মের পূর্বে রোগ নির্ণয় প্রযুক্তি আইন Pre-conception, Pre-natal Diagonitic Technique Act (এই আইন গর্ভসঞ্চারের আগে ও পরে লিঙ্গ নির্ণয়ে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে) (This Act provide for the prohibition of sex relation before or after concegtion)	■ আলট্রাসাউন্ড এবং এ্যামনিও সেন্টিসিস প্রযুক্তি দ্বারা ভ্রুন পুরুষ না কন্যা তা নির্ণয় করা। ■ যদি কেউ কোন ও ভাবে গর্ভবতী নারী বা আত্মীরদের জানায় ভ্রুনটি পুরুষ না কন্যা। ■ যদি কোন ক্লিনিক লিঙ্গ নির্ধারন সুবিধার কথা প্রচার করে। ■ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া যদি কোন ক্লিনিক এই জাতীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে। ■ যদি নির্দিষ্ট ফরমে সংশ্লিষ্ট নারীর লিখিত স্বীকৃতি ছাড়া পরীক্ষা করে এবং তার নকল তাকে না দেয়।	হ্যাঁ	■ যদি কোন চিকিৎসক বা পরীক্ষক বা ব্যক্তি এই আইন ভাঙ্গে তবে ৩ বছর জেল এবং ৫০,০০০ টাকা জরিমানা। ■ যদি কোন ব্যক্তি তার পরেও আইনটি ভাঙ্গার অপরাধ করে তাহলে ৫ বছরের জেল এবং ১ লাখ পর্যন্ত জরিমানা।	হ্যাঁ	হ্যাঁ
২)	গার্হস্থ্য নির্যাতন থেকে নারী সুরক্ষা আইন (Protection of Women from DOmestic Violence Act) (যে সমস্ত নারী ও শিশুর সঙ্গে হেনস্থাকারীর পারিবারিক সম্পর্ক আছে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) Applies to every women or child who has been in demetic relationship with the abuser)	■ নারীর উপর শারিরীক, যৌন, মৌখিক, মানসিক এবং আর্থিক উৎপীড়ন বা তার হুমকি দেওয়া এর অর্ন্তভূ ক্ত।		■ ১ বছর পর্যন্ত জেল এবং বা সর্বাধিক ২০,০০০ টাকা জরিমানা/ জরুরী বিষয়। ■ এই আইনের আওতায় একজন নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে পারেন, অভিযোগ জানাতে	হ্যাঁ	হ্যাঁ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
				পারেন, অভিযোগ জানাতে পারেন সুরক্ষা আধিকারিক (Protection Officer L (CDPO) এর কাছে, পুলিশের কাছে এজাহার করতে পারেন বা সোজাসুজি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচার চাইতে পারেন। ■ এই আইনের আওতায় নারীরা সুরক্ষা, নিরাপদ রক্ষার আদেশ; আর্থিক চাপ মুক্তি সুরক্ষা গৃহ, আশ্রয় গৃহ এবং চিকিৎসা সুবিধা পাবার অধিকারী। ■ একজন পুলিশ, সুরক্ষা আধিকারিক, জনসেবক বা ম্যাজিস্ট্রেট নির্যাতনের বিষয় জানলে, অভিযোগ পেলে বা অত্যাচারের স্থানে গেলে তখন তারা অবশ্যই আক্রান্ত নারীকে উপরের আদেশ মূলে কি কি সুবিধা ও অধিকার প্রাপ্য তা জানিয়ে দেবেন	প্রহার বা পনের জন্য নিষ্ঠুরতার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে বিভিন্ন আইন যথা ভারতীয় দন্ডবিধি অনুযায়ী গ্রেপ্তার হতে পারে	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩)	পন নিরোধক আইন (Dowary Prohibition Act) (পন দাবী করা, দেওয়া ও নেওয়া এই আইন অনুযায়ী নিষিধ) (Prohibits the request payment and acceptance of dowry)	পণ নেওয়া, দেওয়া ও দাবী করা	হ্যাঁ	■ পন দেওয়া ও নেওয়ার জন্য ৫ বছর জেল এবং ১৫,০০০ টাকা বা পন্যমূল্য এর মধ্যে যেটা বেশী তা জরিমানা পণ দাবী করার জন্য ৬ মাস থেকে ২ বছরের জেল এবং ১০,০০০ টাকা জরিমানা।	না	না
৪)	বাল্য বিবাহ নিরোধক আইন (Prohibition of Child Marriage Act)	বাল্য বিবাহ যা দুজনের মধ্যে বিবাহ যার মধ্যে কমপক্ষে একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক	হ্যাঁ	■ ১৮ বছরের বেশী বয়সের যে পুরুষ একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ককে বিয়ে করে বা যে কেউ বাল্যবিবাহের আদেশ দেয় কিংবা ঐ অনুষ্ঠান পরিচালনা করে তাদের ২ বছরের জেলে বা জরিমানা। জরুরী বিষয় ■ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বা বালিকা যদি বাল্য বিবাহে বাধ্য হয় তবে প্রাপ্ত বয়স্ক হবার ২ বছরের মধ্যে তারা বিবাহ বাতিল করতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে পাত্র পাত্রী প্রাপ্তবয়স্ক হবার আগেই বিয়ে বাতিল করতে পারে। ■ সমস্ত দামী জিনিষ পত্র, টাকা এবং উপহারের জিনিষ অবশ্যই ফেরৎ দিতে হবে যদি বিয়ে বাতিল হয় এবং বালিকাটির জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে যতদিন পর্যন্ত সে বিয়ে করে বা প্রাপ্ত বয়স্কা হয়। ■ বাল্য বিবাহের পর সন্তান জন্ম হলে সে বৈধ হিসাবেই গণ্য হয় এটা আসা করা যায় যে শিশুটিকে যতবেশী সম্ভব পরিচর্যা করা যায় সে বিষয়ে বিবেচনা করেই পিতা মাতার ছেলের আদেশ দিবেন।	হ্যাঁ	না

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫) (ক)	ভারতীয় দন্ডবিধি ১৮৬০ এ্যাসিড আক্রমন - ধারা ৩২৬ (ক) এবং (খ)	এ্যাসিড নিক্ষেপ করা বা করানো অথবা প্রচেষ্টা করা তা সেটা ক্ষত সৃষ্টি করুক বা না করুক	হ্যাঁ	■ কমপক্ষে ১০ বছরের জেল বা আজীবন পর্যন্ত হতে পারে। আক্রান্তের চিকিৎসা ব্যয় ও ক্ষতি পূরনের জন্য দরকারী জরিমানা। ■ <u>এ্যাসিড নিক্ষেপের প্রচেষ্টার জন্য</u> কমপক্ষে ৫ বছর থেকে ৭ বছর জেল। নিক্ষেপকারী জরিমানা দিতেও বাধ্য	না	না
(খ)	যৌন নির্যাতন ধারা ৩৫৪ ধারা ৩৫৪ ক ধারা ৫০৮	১) শারীরিক সংসর্গ এবং অবাঞ্চিত ও জোর করে যৌন কার্য্যকলাপে লিপ্ত হওয়া বা ২) যৌন সুবিধা দাবী করা বা ৩) যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করা বা ৪) জোর করে অশ্লীল ছবি দেখানো বা ৫) অন্য যে কোন যৌন প্রকৃতির আচরন যেমন শারীরিক অঙ্গভঙ্গি, মৌখিক বা ইঙ্গিত পূর্ণ আচরন (এছাড়া ইন্টারনেট, ফোন বা চিঠি / ছবির মাধ্যমে যৌন হেনস্তা ও প্রযোজ্য)	হ্যাঁ	■ ৫ বছর পর্যন্ত সশ্রম জেল বা জরিমানা সহ জেল বা (১) নং ধারায় বর্ণিত অপরাধে জেল ও জরিমানা দুটোই হতে পারে। (২) অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রে ১ বছর পর্যন্ত জেল বা জরিমানা সহ বা উভয় দন্ড।	হ্যাঁ	হ্যাঁ হেনস্তা বা যৌন উদ্দেশ্যে নারীর গা ছোঁয়া বা ঐ উদ্দেশ্যে অপরাধী তত্ব ব্যবহার না করা হলে।
(গ)	বিবস্ত্র করানো ধারা ৩৫৪ (খ)	কোন নারীকে জোর করে বিবস্ত্র করা বা ঐ কাজে সাহায্য করা	হ্যাঁ	কমপক্ষে ৩ বছর এবং সর্বোচ্চ ৭ বছরের জেল এবং জরিমানা	হ্যাঁ	না
(ঘ)	গোপনে নারী অঙ্গ দেখা ধারা ৩৫৪ (গ)	অঙ্গ দর্শিত হতে দিতে অনিচ্ছুক নারীর অঙ্গ গোপনে দেখা ও ছবি তোলা। এর মধ্যে খোলা অবস্থার স্তন, যৌনাঙ্গ এবং নিতম্ব বা অর্ন্তবাস পরা অবস্থা অর্ন্তভুক্ত। স্নানঘরে স্নান করা এবং ব্যক্তিগত যৌন কার্য্যকলাপের সময় ও অর্ন্তভুক্ত।	হ্যাঁ	প্রথমবার অপরাধের জন্য কমপক্ষে ১ বছর জেল যা বেড়ে ৩ বছর পর্যন্ত হতে পারে। দ্বিতীয় বা পরবর্তী অপরাধের জন্য কমপক্ষে ৩ বছর জেল যা ৭ বছর পর্যন্ত বাড়তে পারে। অপরাধী প্রত্যেক অপরাধের জন্য জরিমানা যোগ্য।	হ্যাঁ	■ প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে হ্যাঁ ■ দ্বিতীয় বা পরবর্তী অপরাধের ক্ষেত্রে না

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ঙ)	অনিচ্ছুক নারীর পেছনে ঘোরা বা তার সাথে যোগাযোগ করা। ধারা ৩৫৪ ঘ	নারীর নিষেধ সত্ত্বেও তার পেছনে পেছনে ঘোরা বারবার যোগাযোগ করা। এর মধ্যে নারীর ব্যবহার্য্য ইন্টারনেট, ই-মেইল, ফোন এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিন যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্ন্তভুক্ত। (ইন্টারনেট এবং মেইল / মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ / উত্ত্যক্ত করা অর্ন্তভূক্তি)	হ্যাঁ	কমপক্ষে ১ বছরের জেল যা বেড়ে ৩ বছর পর্যন্ত হতে পারে এবং জরিমানা	না	■ প্রথমবার অপরাধী সাব্যস্ত হলে হ্যাঁ ■ দ্বিতীয় বা তার পরবর্তী অপরাধের ক্ষেত্রে 'না'।
(চ)	শোষনের উদ্দেশ্যে বলপূর্বক নারী পাচার ধারা ৩৭০ (১) এবং ৩৭০ (ক)	বলপূর্বক হুমকি দেওয়া, গুম করা, প্রতারনা এবং অন্যান্য উপায়ে নারী বা শিশু অপহরন, পাচার, অপহরিতকে অভ্যর্থনা করা এবং জায়গা দেওয়া ও শোষন করা	হ্যাঁ	■ ৭ থেকে ১০ বছর জেল বা বেড়ে আজীবন পর্যন্ত হতে পারে তার সাথে জরিমানা। ■ বারংবার অপরাধকারী এবং দোষী সরকারী কর্মচারীর ক্ষেত্রে আজীবন জেল। ■ নিজের স্বার্থে পাচারকৃত নারী বা শিশু শোষনের ক্ষেত্রে ৩ থেকে ৫ বছর জেল যা বেড়ে ৭ বছর হতে পারে এবং সঙ্গে জরিমানা।	হ্যাঁ	না
(ছ)	ধর্ষন ধারা ৩৭৬	অনুমতি ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার ও মুখ, লিঙ্গ বা অন্যবস্তু নারীর মুখ, যৌনাঙ্গ, মূত্রনালী, পায়ুদেশে প্রবেশ করানো।	হ্যাঁ	■ ৭ থেকে ১০ বছর সশ্রম জেল যা বেড়ে জীবনভর হতে পারে সঙ্গে জরিমানা। ■ দলবদ্ধ বলাৎকার (গণধর্ষন) মৃত বা বোধশক্তি হীন নারীর উপর ধর্ষনের ক্ষেত্রে কুড়ি বছর সশ্রম জেল যা বেড়ে আজীবন পর্যন্ত হতে পারে। ■ বাববার অপরাধীর ক্ষেত্রে আজীবন জেল হবে।	হ্যাঁ	বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া চলাকালীন বা বিচ্ছেদ হওয়া স্ত্রী স্বামী দ্বারা ধর্ষিতা হওয়া ছাড়া সবক্ষেত্রে ''না''।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(জ)	স্বামী বা তার আত্মীয় দ্বারা নারীর উপর দৈহিক ও মানসিক নিষ্ঠুরতা ধারা - ৪৯৮ (ক)	১) যা আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে বা ২) নারীর দেহে / মনে গুরুত্বর আঘাত সৃষ্টি করে বা ৩) এর মধ্যে পনের দাবী ও অর্ন্তভূক্ত	পনের দাবী শারিরীক মানসিক নিষ্ঠুরতা যার জন্য ক্ষতের সৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে কোন আত্মীয় বা সরকার দ্বারা ঘোষিত কোন রাজ্য কর্মচারী অভিযোগ জানাতে পারে।	■ ৩ বছরের জেল এবং জরিমানা।	হ্যাঁ	পনের দাবী বা মানসিক / শারিরীক নিষ্ঠুরতার জন্য ক্ষত সৃষ্টি হলে ''না''।
(ঝ)	কর্মচারীদ্বারা সরকারী বিধি অমান্য ধারা ৩৬৬ ক					
(ঞ)	হাসপাতাল দ্বারা নির্যাতিতার চিকিৎসা না করা ধারা ১৬৬ খ					
(ড)	যৌন আক্রমন থেকে শিশু সুরক্ষা আইন - ২০১২ (১৮ বছরের কম যে কোন ব্যক্তিকে যৌন সুরক্ষা দান)	<u>বিষয়টা এরকম ঃ-</u> ১) যে যৌন নির্যাতনে কোন অঙ্গ ভেদ করা এবং প্রবলভাবে ভেদ করা জড়িত থাকে। ২) যৌন এবং উগ্রযৌন নির্যাতন। ৩) যৌন হেনস্তা ৪) অশ্লীল উদ্দেশ্যে শিশুদের ব্যবহার করা। উপরের অপরাধ করার প্রচেষ্টা করা বা তা করার জন্য অন্যকে সাহায্য করা ও শাস্তিযোগ্য। যদি একজন ব্যক্তি ভাবেন যে অপরাধ অবশ্যই ঘটবে বা জানেন যে ঘটেছে তাহলে অবশ্যই তা রিপোর্ট করবেন। সবশিশু হেনস্থার ক্ষেত্রে পুলিশ অবশ্যই এজাহার নিয়ে রেজেষ্ট্রি করবে।	শিশুদের উপর যৌন অপরাধ হচ্ছে বা হতে যাওয়ার কথা যিনি জানেন তিনি অবশ্যই রিপোর্ট করবেন। পুলিশ অবশ্যই আইন অনুযায়ী কাজ করতে যখন অপরাধটা ৩ বছরের বেশী জেল যোগ্য এবং তৃতীয় পক্ষ যখন রিপোর্ট করেছে।	কমপক্ষে ৬ মাসের জেল যা বেড়ে ২ বছর পর্যন্ত হতে পারে এবং জরিমানা ১ বছরের জেল বা জরিমানা বা দুটোই ■ জেনেও অপরাধের কথা রিপোর্ট না করতে পারার জন্য ৬ মাস জেল, জরিমানা বা দুটোই। ■ অপরাধীদের ৭ থেকে ১০ বছর জেল যা আজীবন পর্যন্ত হতে পারে এবং জরিমানা। ■ শিশুদের উপর যৌন হেনস্থার জন্য কমপক্ষে ৩ বছর জেল।	হ্যাঁ না হ্যাঁ	হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যখন সাজা ৩ বছরের কম জেল 'না' যখন সাজা ৩ বছর থেকে বেশী জেল

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭)	ভারতীয় দন্ডবিধির অন্যান্য ধারা	(ক) নারীর সম্মতি ছাড়া গর্ভপাত ঘটানো (আই.পি.সি - ৩১৩) (খ) শ্লীলতাহানি করার উদ্দেশ্যে কোন নারীর হেনস্থা বা শক্তি প্রয়োগ (আই.পি.সি - ৩৪২) (গ) কারোও সুনাম বা সম্পত্তির ক্ষতি করা বা ক্ষতি করার হুমকি দেয়া (আই.পি.সি - ৫০৩) (ঘ) অবৈধ ভাবে আটক রাখা - যদি কেউ অন্য কাউকে নির্দিষ্ট কিছু সীমার বাইরে এগিয়ে যেতে অবৈধ ভাবে বাধা দেয় তবে সেটাকে ‘‘অবৈধভাবে আটক” করা বলে। ব্যাখ্যা - ঘ (ক) চ ছকে একটা দেয়াল ঘেরা জায়গায় যেতে বাধ্য করে ও তালা আটকে দেয়। এইভাবে ছকে দেয়ালের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে যে কোন দিকে যেতে বাধা দেয় তাহলে চ ছকে অবৈধ ভাবে আটক করেছে। ঘ (খ) চ নিজস্ব বন্দুকধারী লোক বাড়ী থেকে বেরুবার পথে দাঁড় করিয়ে ছ কে বলছে যদি সে বাড়ী থেকে বেরুনোর চেষ্টা করে তবে তারা গুলি করবে। চ অবৈধভাবে ছ কে আটক করেছে (আই.পি.সি - ৩৪০)				
৮)	ধারা ৪৬, উপধারা ৪	বিশেষ কারণ ছাড়া কোন নারীকে সূর্য ডোবার পরে বা সূর্য ওঠার আগে গ্রেপ্তার করা যায় না। যেখানে বিশেষ কারণ ঘটে সেক্ষেত্রে নারী পুলিশ আধিকারিক এলাকার বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট (প্রথম শ্রেণী) এর কাছ থেকে লিখিত রিপোর্টের মাধ্যমে আগেই অনুমোদন করিয়ে নেবে।				
৯)	জিরো এফ.আই.আর	■ বিচার্য্য হবার যোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে কমিশনের কাছ থেকে খবর পেলেই পুলিশ এফ.আই.আর রেজেষ্ট্রি করবেন। যদি মনে হয় অপরাধটা ঐ থানা এলাকার বাইরে হয়েছে তাহলে পুলিশ অবশ্যই জিরো এফ.আই.আর রেজেষ্ট্রি করবেন। ■ এফ.আই.আর করার পর যদি দেখা যায় ঘটনাটা অন্য থানার এলাকায় ঘটেছে তাহলে এফ.আই.আরটা সংশ্লিষ্ট থানার কাছে হস্তান্তর করবেন। ■ পুলিশ যিনি জিরো এফ.আই.আর রেজেষ্ট্রি করেছেন তিনি অবশ্যই সি.আর.পি.সির ১৭০ ধারায় সংশ্লিষ্ট থানার কাছে হস্তান্তর করবেন। ■ থানার এলাকা নির্ণয়ে দেরী হলে সময় নষ্ট হবে এবং তার প্রভাব নির্যাতিতার উপর পড়বে এবং অপরাধী পার পেয়ে যাবে। ■ বিচার্য্য হবার যোগ্য অপরাধের (উপর দেখুন) বিশেষ করে যৌন অপরাধের জিরো এফ.আই.আর রেজেষ্ট্রির ব্যর্থতার জন্য পুলিশ বা আধিকারিকের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ধারা ১৬৬(ক) এর অধীনে মোকদ্দমা করা যাবে।				
১০)	চিকিৎসার অবহেলা - চিকিৎসার বা অন্য কোন অবহেলায় মৃত্যু ধারা ৩০৪ (ক)	■ তাড়াহুড়ো বা অবহেলার কারণে মৃত্যু ■ যদি ডাক্তারের কারণে মৃত্যু হয় তবে তা নিশ্চয়ই গুরুত্বর অবহেলার দরুন মৃত্যু।	হ্যাঁ	■ ২ বছর পর্যন্ত জেল বা জরিমানা অথবা উভয়ই	হ্যাঁ	হ্যাঁ

১) সংজ্ঞাটি সংশ্লিষ্ট ‘‘আইনী” বিধান থেকে নেওয়া হয়েছে এবং ভাষাটি আপনার বোঝার সুবিধার জন্য সোজা করে দেওয়া হয়েছে।

২) ৩য় পক্ষের রিপোর্ট - অপরাধ ঘটবার সম্বন্ধে জানে এমন এক ৩য় পক্ষ বা দলবেধে রিপোর্ট করতে পারে।